দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

31

শিক্ষাঙ্গন

উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান রক্ষার স্বার্থে শিক্ষক নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জরুরী তাগিদ দিয়েছে। এটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতির জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পদোন্নতির মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোন গাফিলতির সংবাদ জাতির জন্য খুবই দুঃখজনক। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও পরিচালক-নির্মাতা। এ ছাড়া এগুলো ঐসকল প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকরণীয় আদর্শও বটে। তাই উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠে কোনরূপ অনিয়ম অসতর্কতা, স্বাভাবিকভাবেই দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনুমান করা যেতে পারে। শিক্ষার মান অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতার ওপর। শিক্ষকের যোগ্যতায় ঘাটতি থাকলে শিক্ষার গুণগত উচ্চ মান আশা করা যায় না। কিন্তু একজন যথার্থ শিক্ষকের যোগ্যতা বিচারের মানদণ্ড কি হবে সে ব্যাপারে বোধহয় আমাদের মধ্যেও এখনো কিছুটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের প্রধান দু'টি দায়িত্ব হলো—শিক্ষা ও গবেষণা। আমাদের বিবেচনায় একজন যথার্থ শিক্ষকের আরো একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকা উচিৎ। তাহলো নিজেকে একজন চরিত্রবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব। কারণ বাস্তবতার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গেছে যে, সুষ্ঠু শিক্ষা ও গবেষণার বদৌলতে উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান রক্ষা করা যায় না।

উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান রক্ষায় শিক্ষা ও গবেষণা কর্মের সাথে সাথে ছাত্র ও শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধার পবিত্র বন্ধনও অপরিহার্য। আর এ জন্য চরিত্রবান শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আজ শিক্ষাঙ্গনে যে নৈরাজ্য ও অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার একটি প্রধান কারণ তিক্ত হলেও বলতে হয়, সেটি হলো অনুসরণযোগ্য চরিত্রবান শিক্ষকের অভাব। যার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক গুণাবলী ও যোগ্যতা ছাত্রদের জ্ঞানপিপাসু ও সমাজের ভাবী আদর্শ নাগরিক হতে অনুপ্রাণিত করবে। তাই শিক্ষাঙ্গনে বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগে মেধাবী গুণের সাথে "চরিত্রবান" বিশেষণটিও প্রার্থীর মধ্যে থাকা অপরিহার্য।

সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নকারীদের চারিত্রিক সততা, নিষ্ঠা এ জন্য পূর্বশর্ত। এর অভাব থাকলে যে কোন কর্মসূচী ও পরিকল্পনা যত সুন্দরই হোক না কেন, তা কোন দিন লক্ষ্যমাত্রায় পৌছতে পারে না। আমাদের দেশ আজ এ সমস্যায় ভুগছে। শিক্ষার কাংখিত মানকে যোগ্য শিক্ষক দ্বারা নিশ্চিত করতে পারলেই শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব।

বলা বাহুল্য, এ জন্য আমাদের প্রয়োজন মান উত্তীর্ণ শিক্ষকবৃন্দের। সুতরাং শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মেধা ও যোগ্যতার সাথে তাদের নৈতিক চরিত্রের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

—মোজহারুল হক (বাবলু)